** রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ — এ মন্তব্যটি আলোচনা কর।

[Dr. Tapas Mandal.]

উত্তর :- অভিনবগুপ্ত আলংকারিক বলেছেন রস ও কাব্যের জগৎ হল অলৌকিক মায়ার জগৎ। কিন্তু এই অলৌকিক বলতে আমরা অতিপ্রাকৃত জগতকে বুঝব না। এ সেই প্রাচ্যের আলোচনা কুহেলী মলিনতা — 'saying one ~~ther~~ thing and meaning another saying one thing in terms of another.' — যাকে বলেন অনেক কিছু তবু না বলার — বাণীর ঢঙ সেখানে।

রস ধ্বনি উৎকৃষ্ট করে ভারতীয় আলংকারিক তথা নাট্যতাত্ত্বিকগণ বহু কথা বলেছেন। প্রাচীন রস ধ্বনি বলতে বোঝায় রসঃ 'রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ' — যা আস্বাদিত হয় — তাই রস অর্থাৎ আনন্দ। কাব্য বলতে কবির বাক্ নির্মাণ বা কাব্যশিল্পকে বুঝায় হয়। যে শক্তির বলে কবিগণ অন্তরের এক নিপুণ সৃষ্টি কর্ম করেন তার নাম প্রতিভা। কবিকৃত অন্তরে অপূর্ব প্রতিভা কাব্যে প্রকাশিত হলে বস্তুবাদী, কবিতা মূলত জগতের বাইরে যেন এক মায়ার জগৎ রচনা করে। রসাস্বাদ অতীব আনন্দময় কাব্য জগৎ তাই অলৌকিক। 'নিয়মরহিতা' 'অপার অপূর্ব'। অপারে কাব্যসংসারে 'কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ (অগ্নিপুরাণ ৩৪৫/১০)'।

রস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আলংকারিকেরা বাস্তব ও সামাজিক সংবেদনে উপভোগ্যতার কথা তুলেছেন। আবার ড. সুধীর কুমার দাশগুপ্ত বলেছেন 'যাহা লৌকিক নয় তাহাই অলৌকিক। যে লৌকিক জগতে ঐশ্বর্য্য ও সুখদুঃখ ভিড় করিয়া আছে বস্তুকাল মত হইয়াছে। তাই কবি সৃষ্ট কাব্যজগৎ এক মায়ার জগৎ অলৌকিক জগৎ।' রসের পাঠক উপভোগ করেও লৌকিক জগৎ থেকে আসে না। কবির সৃষ্টির যে মায়ার জগৎ ~~সেখানে~~ সেখানেই মেলে রসের আস্বাদন। আলংকারিক ড. মতে কাব্যজগতে এই পাঠক উপভোগ্যতা, বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী সাধারণীকৃত হলে রসের আস্বাদ হয়।

সুতরাং আলংকারিকদের মতে রস লৌকিক বস্তু নয়, অলৌকিক। মনের যে সব ভাব রসে রূপান্তরিত হয় তারা অবশ্য লৌকিক। এরা দৈনন্দিন জীবনে লৌকিক হয় কাব্যের মধ্যে অপরূপ - অলৌকিক।

উদাহরণস্বরূপ এই শোকের কথাই ধরা যাক — অনুশোচনা দুঃখ বা বেদনা শোক একটি মানসিক ভাব বা ইমোশন। লৌকিক জগতের বাস্তব জীবনে মনে শোক জাগলে আমরা শোকার্ত হই। কিন্তু সেই শোকই কাব্যের মনে শোক তা আর রস নয়, এরা শোকের স্থায়ী কারণেও তা নয়। যখন তার প্রতিফলন মানসলোকে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণ যখন অলৌকিক হয়ে কাব্যে স্থায়ীভাব হলো সহৃদয় পাঠকের মনে উদয় হয় তার নাম করুণরস। কিন্তু এই করুণরস শোকের প্রতিফলন নয়। শোক হতে দুঃখভারাক্রান্ত ও কিন্তু করুণ কাব্য অনুভবে - মনে যে বেদনাবোধ জাগায় তা — তার বোধ হল আনন্দেরই সমান আনন্দে পূর্ণ করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "সাহিত্যে বাহিরের এই দুঃখের কোন দাবী নেই। সেখানে সাহিত্যের অধিকৃত মানুষের অন্তরের। কিন্তু অনন্ত কেন না

কবি হলেন আলংকারিকদের প্রজাপতির সমকক্ষ অর্থাৎ প্রজাপতিও স্রষ্টা কবিও স্রষ্টা। প্রজাপতি সৃষ্ট জগতে দুঃখের সঙ্গে দুঃখ আছে। কবির সৃষ্ট কাব্য-জগতে আছে কেবল আনন্দ রবীন্দ্রনাথও বললেন, — "সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের নহে তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী।" ইংরেজ কবি শেলী লিখেছেন — "poetry is indeed some things divine."

কবি বাস্তবের লৌকিক জগৎ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাব্য সৃষ্টি করেন। এই উপাদান পাঠের সাথে কাব্যের জগতের তুলনা করলেই এমন মনে হয়। বাস্তবতা নয় বিশেষিত হয়ে সকলের কাছে প্রকাশ পেয়ে, প্রকাশ করে — তা সৌষ্ঠব। সাহিত্যের মন তার সৌন্দর্য সৌরভে পুলকিত হয়ে ওঠে। লৌকিক জগতের, দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ বেদনা, ক্রোধ, যে বিষয়গুলি তা নিয়ে সাহিত্যের উপাদান নিয়ে রচিত হয় কাব্য। কিন্তু কবি

Scanned with CamScanner

প্রতিভার এমন মায়া লৌকিক উপাদানের দেহ সৃষ্টি মানুষের আলৌকিক, অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ দেয়।

সর্বোপরি সাহিত্য সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হল আনন্দ-সৃষ্টি ও এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি। যেখানে সৌন্দর্য যদি কাব্য রসসমৃদ্ধ করতে না পারে তবে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হবে। কাব্য-ক্ষেত্রে সৌন্দর্য সৃষ্টি, আনন্দ সৃষ্টি অবচেতন মনে আসবে এই স্বাভাবিকভাবে। তাই 'অস্কার ওয়াইল্ড' বলেছেন,— "The only beautiful but things are things that do not concern us." (আমাদের) এই সৌন্দর্যসৃষ্টি কাব্য ক্ষেত্রের মধ্যে এই [illegible] শিল্প সম্মত রূপের এক ধরনের। কাব্যের মধ্যে যে কোন আবেদন সৃষ্টি করবে এবং তার সৌন্দর্যের আলাদা একটা ও বিশ্লেষণীয় হবে। অর্থাৎ কাব্য সৌন্দর্য-শিল্প = আবেদন এবং রং-আলোকমালায় বিকশিত হবে রসের মাধুর্য। তাই তো 'কান্ট' বলেছেন — What is beautiful, artistically is the object of delight apart from any interest."

——— o ———

সমাপ্ত